কর্ণ কান্ডের তদন্তভার নিল রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কাঁথি মহকুমা আদালত থেকে চার কুখ্যাত আসামী কর্ণ বেরা, সেক মুন্না, ওরফে সেক সিরাজ, রতিকান্ত মণ্ডল ও বিশ্বজিৎ ওরফে সুরজিৎ গুড়িয়ার বোমবাজি করে, গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালানোর ঘটনার তদন্তের ভার নিল রাজ্য গোয়েন্দা দফতর। মঙ্গলবার থেকেই ঘটনার তদন্ত শুরু করলেন রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের দুই আধিকারিক। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার চার দুষ্কৃতী রীতিমত পরিকল্পনা করে কাঁথি আদালতে থেকে পালানোর চেষ্টা করে। বোমাবাজি করে, গুলি চালিয়ে সেক মুন্না ওরফে সেক সিরাজ এবং বিশ্বজিৎ ওরফে সুরজিৎ গুড়িয়া পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাইরে সাধারণ মানুষ ও পুলিশের তৎপরতায় ধরা পড়ে যায় কর্ণ। আর রতিকান্ত আগে থেকেই কোর্ট লকআপে বন্দি থাকায় পালাতে পারেনি। সোমবার চুড়ান্ত গোপনীয়তায় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে কড়া সুরক্ষার মধ্যে দিয়ে কর্ণকে কাঁথিতে নিয়ে এসে কাঁথি আদালতে হাজির করে পুলিশ। তদন্তের প্রয়োজনে

পুলিশের হাতে ধৃত দুই কুখ্যাত আসামীকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু জানিয়েছেন, সিআইডি মঙ্গলবার থেকেই তাদের কাজ শুরু করেছে। তবে পুলিশের সাথে যৌথভাবে নাকি একাই সিআইডি এই ঘটনার তদন্ত করবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি এই পুলিশ আধিকারিক। জানা গেছে, সিআইডির দুই আধিকারিক মঙ্গলবার সকালে কাঁথি মহকুমা আদালতে গিয়ে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। আদালতের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মী, আইনজীবী ও অন্যান্যদের সাথে কথা বলে বৃহস্পতিবারের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার খোঁজ খবর নেন এই তদন্তকারী দুই অফিসার। আদালতের বাইরে বেরিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেন তাঁরা। এদিকে উৎসব, সেক মুন্নার মত কুখ্যাত ডাকাত সংশোধনাগারের বাইরে থাকায় আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরের মানুষদের। কাঁথির ধনদিঘি এলাকার বাসিন্দা সেক মুন্না। গত ২০০০ সাল থেকে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে জেলে রয়েছে এই কুখ্যাত ডাকাত। এর আগেও বার দুয়েক জেল থেকে পালিয়েছিল এই মুন্না। তবে প্রতিবারই পুলিশের তৎপরতায় পালানোর কয়েকদিনের মাথায় তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। তার বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক ডাকাতি, বেশ কয়েকদিন ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ। মাত্র এক দেড় বছরেই কাঁথি এলাকার ত্রাস হয়ে উঠেছিল মুন্না। খুব অল্পবয়স থেকে ডাকাত দলের সর্দার ছিল। তার ডাকাতির স্টাইলও ছিল ১৬-১৭ শতকের ডাকাতদের মতো। প্রতিটি ডাকাতির আগেই সেই বাড়িতে চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি করতে আসার কথা আগাম জানিয়ে দিতো মুন্না।

এই কুখ্যাত ডাকাতের অপরাধের প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বেপরোয়া আর নৃশংস। তার দেওয়া ডাকাতি করতে আসা চিঠির বিষয়ে পুলিশে খবর দিলে সেই অপরাধে বাড়ির মালিক কিংবা পরিবারের কোনও সদস্যসদস্যাকে প্রাণ দিতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিত। ফলে শান্তিপ্রিয় এই শহরের বাসিন্দারা বহুক্ষেত্রেই মুন্নার কাছে আত্মসমর্পণ করত। কারণ তার দেওয়া হুমকি যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণ করতে এক সময় কাঁথির এক বাসিন্দা ডাকাতির বিষয়ে পুলিশকে জানিয়ে দিলে তাঁকে গুলি করে খুন করে মুন্না।

কর্ণকান্ড, আদালতে বসল সিসি ক্যামেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা আদালতে বসল সিসি ক্যামেরা। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন আদালতের আইনজীবী থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই। সেই সাথে আক্ষেপ করেছেন গত বৃহস্পতিবারের আগে এই ক্যামেরাগুলি আদালতে লাগানো থাকলে খুব সহজেই পলাতক কুখ্যাত আসামীদের সহযোগীদের চিনতে সুবিধা হত পুলিশের। ফলে এতদিন ধরে বাইরে লুকিয়ে বেরানো সম্ভব হত না দুই কুখ্যাত আসামী সেখ মুন্না ও বিশ্বজিত গুড়িয়া এবং তাদের সহযোগীদের। গত বৃহস্পতিবার আদালত চত্বরে পুলিশকে গুলি চালাল দুষ্কৃতীরা। তারপর একের পর এক বোমা ফাটিয়ে নিশ্চিন্তে আদালত থেকে পালায় তারা। এরপর তারা রাস্তায় কিভাবে বোমা ও বন্দুক নিয়ে দাপাদাপি করেছিল তা পুলিশের সিসিটিভি ফুটেজের দৌলতে দেখতে পেয়েছেন সকলেই। কিন্তু দুষ্কৃতীরা কিভাবে আদালতে ঢুকল বা কিভাবে এত বড় কান্ড ঘটিয়ে বেরিয়ে গেল তার কোনো ফুটেজ নেই পুলিশের হাতে। কারণ, অদালত চত্বরে এতদিন কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ছিল না। কাঁথির মানুষের

অভিযোগ, এর সুযোগ নিয়েছে কর্ণ বেরা ও তার সঙ্গীসাথিরা। সেদিন কোন কোন দুষ্কৃতী বোমা ও বন্দুক নিয়ে আদালত চত্বর-এর ভিতরে গিয়ে কর্ণকে ছাড়াতে এসেছিল তা এখনও পুলিশের অজানা। বিশেষ একটি সূত্রের খবর, সেদিন আদালতের ভিতরে ব্যাগে করে বোমা ও বন্দুক নিয়ে একজন যুবক ঢুকেছিল। যে সময় পুলিশ কর্মীরা কর্ণ সহ চার জনকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে আদালতের ভেতরে যাচ্ছিল সেই সময় বাইরে থেকে আসা কালো গেঞ্জি গায়ে দেওয়া দুষ্কৃতীটি ব্যাগে বোমা ও বন্দুক নিয়ে তাদের ঠিক পাশেই চলে এসেছিল। সেই সময় কর্ণ ও মুন্না বলছিল বের কর, বের কর। আর তখন সেই যুবক বন্দুক বের করার পরেই গুলির বিকট শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তের মধ্যে হাতে বোমা নিয়ে ছুঁড়ে দেয় কর্ণ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক পুলিশ অফিসার রক্তাক্ত হয়ে পড়ে যান। ৪ দুষ্কৃতী ছুটে পালাতে যাওয়ার সময় সবার পেছনে থাকা রতিকান্ত মন্ডলকে পাকড়াও করে ফেলে পুলিশ ও সিভিক কর্মীরা। পরে রাস্তার মোড়ে সিসিটিভি ফুটেজে মোটরবাইকে যে ৪ জনকে দেখা গিয়েছে তার মধ্যে একজন বাইরে থেকে এসে কর্ণদের সহযোগিতা করছিল। সেই যুবকটি কে তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি পুলিশের। তাই সিসিটিভির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে। এই বিষয়ে কাঁথি পৌরসভার পৌরপ্রধান সৌমেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, গ্রীণ সিটি প্রজেক্টে শহর জুড়ে চলছে ক্যামেরা বসানোর কাজ। এই খাতে খরচ হবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। পৌরপ্রধান সৌমেন্দু অধিকারী আরও জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারের ঘটনাটা কাকতালীয়। তবে নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনভাবেই আপোষের জায়গা নেই।

অঙ্গদান, সচেতনতার সাইকেল যাত্রা ঠাকুরদাসের

চন্দন বারিক, দিঘা

মৃত্যুর পর মানুষকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মানুষের সমস্ত অঙ্গ। অথচ চোখ, হার্ট, লিভারের মতো অঙ্গের খোঁজে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় বহু রোগী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। এই সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে মানুষের মধ্যে অঙ্গদানের সচেতনতা বাড়াতে প্রায় পাঁচ হাজার সাতশো কিলোমিটার সাইকেলে ভারত ভ্রমণ করলেন হাওড়ার উদানারায়ণপুরের বাসিন্দা ঠাকুর দাস শাসমল নামের এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। গত ১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবসের দিন থেকেই হাওড়ার বাড়ি থেকে সচেতনতা প্রচার যাত্রা শুরু করেন। কলকাতা, ঝাড়খন্ড, বিহার, উত্তরপ্রদশে, হরিয়ানা, দিল্লি, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা হয়ে মঙ্গলবার ৫৬ দিনের মাথায় পশ্চিমবঙ্গের সৈকত শহর দিঘাতে এসে পৌছালেন। তিনি এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে গেলেন। ঠাকুরদাস শাসমল জানিয়েছেন, যে ছোটবেলা থেকেই সাইকেল চালানোর নেশায় তীব্র মেতে উঠতেন, কখনো কখনো এই নিয়ে বাড়িতে অশান্তিও হয়েছে। বহুবার বাবা-মার বকুনি খেয়েছেন। তবে ছাড়েননি সাইকেল চালানোর নেশা। সংসারে অভাব-অনটনের মধ্যেই বেড়ে ওঠা, চাষ-বাস করে কোন রকমে সংসার চলে। স্ত্রী একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে নিয়ে সংসার। ঠাকুরদাস শাসমলের ভারত যাত্রায় সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে হাওড়ারই ভিলেজ বাইকার্স নামে একটি সংস্থা। যাত্রায় পাশে পেয়েছেন ফেসবুক বন্ধুদের সাহায্য।

সোমবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির টাউন হলে ভাষালাপের উদ্যোগে 'কবিতায়-গানে দেবীপক্ষের আহ্বান' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী, গায়ক শ্রীকান্ত আচার্য।

মধুবাণীর বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরের পরিচিত আবৃত্তি প্রশিক্ষণ সংস্থা মধুবাণীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল রবিবার। এদিন সন্ধ্যায় মেদিনীপুর কলেজের বিবেকানন্দ হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জীতেশ হোড়। অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানান সংস্থার অধ্যক্ষা সুদীপ্তা চক্রবর্তী (মিশ্র)। অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল অতিথি হিসেবে উপস্থিত প্রখ্যাত কবি, আবৃত্তিকার তথা অভিনেতা দেবেশ ঠাকুরের একক আবৃত্তি উপস্থাপনা। জনপ্রিয় বাচিক শিল্পী দেবাশীষ চক্রবর্তী ও সুদীপ্তা চক্রবর্তী মিশ্র কর্তৃক উপস্থাপিত হাসির শ্রুতিনাটক 'দশসই দ্রৌপদী' উপস্থিত সকলের মন জয় করে নেয়। একক, দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেয় শতাধিক কচিকাঁচা থেকে শুরু করে সংস্থার বড়রা। শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করে শ্রুতিনাটক 'কি গেরো'। এদিন সংস্থার পত্রিকা 'উদবর্তী' প্রকাশ করেন মেদিনীপুর কলেজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক বিশ্বনাথ দে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী জয়ন্ত সাহা, হায়দার আলি, অধ্যাপক সত্যরঞ্জন ঘোষ, বিশ্বজিৎ সেন, আবৃত্তিকার অমিয় পাল, মালবিকা পাল, সাহিত্যিক বিদ্যুৎ পাল, সাংস্কৃতিপ্রেমী লক্ষ্মণ চন্দ্র ওঝা, রমা প্রসাদ গিরি, অণিতা বসু, জয়ন্ত মন্ডল প্রমুখ। গোটা অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন দুই প্রতিশ্রুতিমান বাচিক শিল্পী বৃষ্টি মুখোপাধ্যায় ও মৈথিলী ঘোষ। দর্শকপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভবে সম্পন্ন হওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান সংস্থার অধ্যক্ষা সুদীপ্তা চক্রবর্তী মিশ্র।

পথ দুর্ঘটনায় আহত কাঁথির এস ডি পি ও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কাঁথি থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা সদর শহর তমলুকে সরকারি কাজে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন কাঁথির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পার্থ ঘোষ। কলকাতার বেহালা থেকে পর্যটকদের একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে দিঘার দিকে আসার পথে নন্দকুমার দিঘা ১১৬ বি জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁথির মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের গাড়িতে ধাক্কা মারে বলে জানা গেছে। সামান্য চোট লাগে, তবে এই মুহূর্তে তিনি সুস্থ রয়েছেন বলে পুলিশ সুত্রে জানানো হয়েছে। জানা গেছে, এদিন দুপুর ১টার কিছু সময় বাদে পার্থবাবুর গাড়ি যখন হেড়িয়ার ইড়িঞ্জি ব্রিজের কাছে আসে ঠিক সেই সময় দিঘাগামী একটি পর্যটক বোঝাই অল্টো গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা হয় তাঁর গাড়ির। এক জেরে দুটি গাড়িই দুমড়ে মুচড়ে যায়। খবর পেয়েই হেড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে প্রাথমিক চিকিৎসার পরেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি সহ তার যাত্রীদের হেড়িয়া পুলিশ ফাঁড়িতে আটক করা হয়েছে। গাড়িটিতে ছিলেন কলকাতার বেহালার বাসিন্দা রামা বিশ্বাস ও তাঁর পরিবারের ২ মহিলা সহ ৫ জন। গাড়িটি রামাবাবুই চালাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। কি কারণে দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ক্রিয়েটিভ ডান্স একাডেমীর বার্ষিক অনুষ্ঠান ও শারদ উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ প্রথমবারেই নিজেদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে নজর কাড়ল মেদিনীপুরের অন্যতম নৃত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ডান্স একাডেমী। রবিবার সন্ধ্যায় বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ক্রিয়েটিভ ডান্স একাডেমীর প্রথম বর্ষের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও শারদ উৎসব। সমবেত অতিথিদের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শাস্ত্রীয়নৃত্য, রবীন্দ্র নৃত্য, সৃজনশীল ও লোকআঙ্গিকে নানা ধরনের নৃত্যে নিজেদের নৃত্যশৈলীর মাধ্যমে দর্শকদের হৃদয় জিতলেন সংস্থার শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠান পরিবেশনা ও পোশাক পরিকল্পনাও ছিল মনমুগ্ধকর এবং আকর্ষণীয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী সুতনুকা পাল, রুদ্রবীণ দাস, সবিতা সাহা, সুতপা আওন প্রধান প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী জয়ন্ত সাহা, হায়দার আলি, বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের কর্ণধার ও সরকারি আইনজীবী রাজকুমার দাস, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব লক্ষণ চন্দ্র ওঝা, রীণা মহাপাত্র প্রমুখ। সমস্ত অতিথিদের গোলাপের চারা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা যোগ করে। নৃত্য পরিচালনার পাশাপাশি সবাইকে স্বাগত জানান সংস্থার কর্ণধার নৃত্যশিল্পী সৈকত মুখার্জী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাচিক শিল্পী মোম চক্রবর্তী।

পড়ুয়াদের নিয়ে রঙ্গোলি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়ার সিটি সেন্টার মলের উদ্যোগে স্থানীয় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে রঙ্গোলি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন হলদিয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্যামল কুমার আদক। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভবানীপুর থানার ওসি গোপাল পাঠক, অম্বুজা মলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পার্থদেব দাস প্রমুখ। জানা গেছে, স্থানীয় ১৫টি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

মেদিনীপুরে মদের লাইসেন্সে মহুল সংগ্রহ, অবৈধ সামগ্রী সহ গ্রেফতার ব্যবসায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মদ বিক্রির লাইসেন্সকে ব্যবহার করে অবৈধভাবে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহুল সংগ্রহ করতেন এক ব্যবসায়ী। এরপর সেই মহুল সহ চোলাই তৈরির বিভিন্ন উপকরণ সে সরবরাহ করত চোলাই কারাবারীদের। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই অবৈধ ব্যবসার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সেই ব্যবসায়ীর গোডাউনে হানা দিয়ে সতেরো কুইন্টাল মহুল উদ্ধার করল আবগারি দফতর। অন্যান্য সামগ্রী সহ গ্রেফতার করা হয়েছে ওই ব্যবসায়ীকে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানার অন্তর্গত লোয়াদা এলাকার ঘটনা। স্থানীয় ব্যবসায়ী অশোক বিশুই-এর মদ বিক্রির সরকারি লাইসেন্স রয়েছে। সেই লাইসেন্সকে কাজে লাগিয়ে তিনি মদ বিক্রির পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার চোলাই কারবারীদের কাঁচামাল সহবরাহ করতেন। আবগারি দফতর জানতে পেরেছিল অশোক বিশুই কেশিয়াড়ি থেকে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী তারক মাইতির মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার মহুল সংগ্রহ করেন। এরপর সেই মহুল লোয়াদতে এনে অন্যান্য চোলাই তৈরির উপকরণ সহ চোলাই কারাবারীদের বিক্রি করে। সেই মতো মঙ্গলবার ভোরে তার গোডাউনে হানা দেয় আবগারি দফতরের একটি বড় বাহিনী। সেখানে তার গোডাউন থেকে প্রায় সাড়ে সতেরো কুইন্টাল শুকনো মহুল উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর ইস্ট। যা চোলাই মদ তৈরিতে কাজে লাগে। এই সমস্ত জিনিসের বৈধতা দেখাতে পারেনি অশোক বিশুই। তাই আফগারি দফতরের অধিকারিকরা তাকে গ্রেফতার করে বাজেয়াপ্ত করেছে সমস্ত সামগ্রী। জেলাতে এত বড় পরিমাণ মহুল উদ্ধার প্রায় তিনবছর হয়নি বলে দাবি আবগারি কর্তাদের। আবগারি সুপার একলব্য চক্রবর্তী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ কাজ উনি করছিলেন। খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়েছিল। অশোক বিশুই গ্রেফতার হয়েছে। খোঁজ চলছে কেশিয়াড়ির সেই মহুল সরবরাহকারী ব্যবসায়ীরও।

শারদ সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেচেদা ঃ মেচেদা সাহিত্য একাডেমীর মুখপত্র-র উদ্যেগে রবিস্বর নামক শারদ সংখ্যা প্রকাশনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল সোমবার মেছেদার শিশু উদ্যান ময়দানে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক সুজিত ভৌমিক, প্রধান অতিথি ময়না রাজবাড়ির শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র সহ বিশিষ্টরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে সম্মানীত অনেক কচি সাহিত্যিক উপস্থিত হয়েছিলেন। কবিতা পাঠ এবং বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এই শারদ সংখ্যা প্রকাশনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

হেডমাস্টার্স কনসিলিয়ামের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল হেডমাস্টার্স কনসিলিয়ামের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সোমবার। মেদিনীপুর শহরের কেরানীচতলা শ্রীশ্রী মোহনানন্দ বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত এই সভায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সহ অন্যান্য জেলার ৬০ জন প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান সময়ে প্রধান শিক্ষকদের কাজের নানা সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত নেতৃত্ব ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন দশজন প্রতিনিধি।

সম্মেলন শেষে সংস্থার রাজ্য সভাপতি হিসেবে পাঁচখুরি দেশবন্ধু হাইস্কুলের তারাশঙ্কর মহাপাত্র এবং রাজ্য সম্পাদক হিসাবে নেপুরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম চক্রবর্তী নির্বাচিত হন। এদিনের সভায় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিদায়ী রাজ্য সম্পাদক মোহনানন্দা বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভুঁএ্যাকে মানপত্র দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। এদিনের সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে ভাদুতলা বিবেকানন্দ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিতেশ চৌধুরী এবং চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু সিনহা।

সভা সঞ্চালনা করেন পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক বিনোদ মন্ডল। সাধারণত প্রতি বছর মহালয়ার দিনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।